টেক্সবাংলা-২০০৮’এর শুভ উদ্বোধন

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ঢাকা, বুধবার, ১৬ এপ্রিল ২০০৮, ৩ বৈশাখ ১৪১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

টেক্সটাইল খাতের নেতৃবর্গ,

শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ,

সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দেশীয় উদ্যোক্তারা সাম্প্রতিক সময়ে যে সাফল্য অর্জন করেছেন, এই প্রদর্শনীতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। প্রদর্শনীর আয়োজক এবং উপস্থিত সবার প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল।

শিল্পায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারণা চালু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তরাজ্যে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের অনেক দেশ মূলতঃ বস্ত্র শিল্পের উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আজ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৮০’র দশকের শুরুতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক তৈরি পোশাক বাজারের লুক্কায়িত সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে বস্ত্রখাতের শিল্পায়নে এগিয়ে এসেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আজকের এই টেক্সবাংলা’র সূচনা।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা জানেন, বস্ত্রখাতে বিনিয়োগকে বেগবান করতে সরকার বিশেষতঃ ১৯৮০’র দশক থেকে নানাবিধ প্রণোদনামূলক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছে। এসকল সুযোগ-সুবিধা ঝুঁকি হ্রাসে ও সামনে এগুতে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করেছে। এর ফলে বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় হয়েছে। এই সাফল্যের জন্য বস্ত্রখাতের উদ্যোক্তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই।

বিগত আড়াই দশক যাবত বস্ত্রখাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ-সময়ে তৈরি-পোশাক খাত থেকে অর্জিত আয় ও মোট রপ্তানিতে এর অবদান ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দারিদ্র বিমোচনেও এই খাত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি আশা করবো, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে বস্ত্রখাতের উদ্যোক্তাদের সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায় আগামীতে আরো ফলপ্রসূ অবদান রাখবে।

২০০5 সাল থেকে মাল্টি-ফাইবার চুক্তির অবসান এবং বস্ত্র বাণিজ্যে বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এদেশের উদ্যোক্তাগণ যে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি জেনে খুশী হয়েছি যে দেশের প্রাথমিক বস্ত্র খাত বর্তমানে নীট উপ-খাতের চাহিদার ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ কাঁচামাল জোগান দিচ্ছে।

এর ফলে দেশে সুতা আমদানি বহুলাংশে হ্রাস এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উপর চাপ অনেক কমেছে। তবে বাজার অর্থনীতির বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বস্ত্রখাতের সকল উপ-খাতের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন, কেননা এগুলো একে অপরের সম্পুরক।

সুধীমণ্ডলী,

সরকার প্রাথমিক বস্ত্রখাতে বিনিয়োগে উৎসাহ জোগাতে এবং ইতিমধ্যে স্থাপিত বস্ত্র কারখানার উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ প্রণোদনাসহ বিভিন্ন পদক্ষিপ নিয়েছে। আগামীতেও এ-ধরনের প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে, কেননা কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে কৃষির পরেই এ-খাতের অবস্থান। সরকারের দেয়া সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আপনারা কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আরো মনোযোগী হবেন বলে আমি আশাবাদী। একটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-বাজারে টিকে থাকতে হলে এছাড়া কোনো বিকল্প আমাদের সামনে নেই। এলক্ষ্যে আপনারা একটি সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে বস্ত্রখাতের সকলেই উপকৃত হবেন।

দেশে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস ছাড়া একটি বিশ্বায়িত বাজারে পর্যাপ্ত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। এছাড়া বস্ত্রখাতের নানাবিধ কমপ্লায়েন্স শর্তাবলীও আগামী দিনের বস্ত্র খাতকে দারুণভাবে প্রভাবিত করবে। তাই এখন থেকেই আপনাদেরকে এসকল বিষয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অনুরোধ করবো। এলক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে নিত্য-নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি আহরণও অপরিহার্য। এ-খাতে কর্মরত মানবসম্পদ তথা শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়টিও এখানে প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কর্মরত মোট শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশই এখন গার্মেন্টসে কাজ করছে। বস্ত্রখাতে জড়িত এদেশের সকল উদ্যোক্তাকে আমি শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করাসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে যথাযথ নজর দেয়ার আহ্বান জানাবো। বস্ত্র খাতের উন্নয়নে বিটিএমএ সভাপতি তাঁর বক্তব্যে যে সকল প্রস্তাব দিয়েছেন আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এসকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলবো।

সরকার প্রধান হিসেবে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে শিল্পায়নের সমর্থক ও সহায়ক শক্তি হিসেবে আমাদের সরকার সবসময় আপনাদের পাশেই থাকবে। একই সাথে আমি আশা করবো, দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে আগামী দিনগুলোতে আপনারা দেশের শিল্পায়ন প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

পরিশেষে আপনাদের সবাইকে আবারও মোবারকবাদ জানিয়ে এবং টেক্সবাংলা-২০০৮'এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে আমি এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।